নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৭ পৃঃ ৭৭-৯১
© ২০১২ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মোহাম্মদ মাসুদ রানা*

অভ্যন্তরীণ অভিবাসনে সামাজিক সম্পর্কজাল: কেইস কাশিপুর[১]

১. ভূমিকা

সামাজিক নেটওয়ার্ক বা সম্পর্কজাল[২] বিশ্লেষণে সামাজিক বিজ্ঞান বিশেষ করে সমাজতত্ত্ব সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। কিন্তু নৃবিজ্ঞান মানুষের মধ্যেকার সামাজিক সর্ম্পকের জটিল বৈচিত্র্যতাকে উৎঘাটনে আগ্রহী। এরকম একটি অবস্থান থেকে অভিবাসন অধ্যয়নে অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর "home-away"[৩] এর মাঝে যে সম্পর্কজাল এবং এ সম্পর্কজালের মধ্য দিয়ে কীভাবে তারা জীবিকার সন্ধান করে ? এরকম একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে আলোচ্য প্রবন্ধে ইমপিরিক্যাল তথ্যের আলোকে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হচেছ অভিবাসনের ক্ষেত্রে সামাজিক নেটওয়ার্ক বা সম্পর্কজালের গুরুত্বকে তুলে ধরার পাশাপাশি অভিবাসন এবং সামাজিক নেটওয়ার্কের মধ্যকার অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্যপূর্ণ জটিল বাস্তবতাগুলোকে অনুধাবন করা। আর এক্ষেত্রে সামাজিক নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণে দুটো পরস্পরমুখী সম্পর্কের মধ্যেকার মাত্রা চিহ্নিত করার বিষয়টি যতটা না জরুরি তার চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দুটো সর্ম্পকের মধ্যেকার পারস্পরিক স্বার্থ, ক্ষমতাসম্পর্ক এবং ক্রমোচ্চতার মাত্রাকে অনুধাবন করা। আর এর স্বরূপ হতে পারে পারস্পরিক বন্ধন, বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরতা। পাশাপাশি সামাজিক সম্পর্কগুলো কীভাবে নিয়ত গঠিত ও বিস্মৃত হচ্ছে এবং অভিবাসিতরা কীভাবে একে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে তাকে উপস্থাপন করা জরুরি বলে মনে করছি।

ভূমিকা ও উপসংহার বাদ দিয়ে প্রবন্ধটিকে চারটি অংশে বিভক্ত করে উপস্থাপন করেছি। আলোচনার প্রথম অংশে গবেষণার প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করার স্বার্থে সামাজিক সম্পর্কজালের উপর কৃত গবেষণাগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছি, যার মধ্য দিয়ে এই প্রবন্ধের মূল প্রস্তাবনাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। যেখানে আমি মতামত প্রদান করেছি যে, অভিবাসন এবং সামাজিক নেটওয়ার্কের মধ্যেকার অন্তর্নিহিত সম্পর্কগুলো অনেক বেশি জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। দ্বিতীয় অংশে এথনোগ্রাফিক স্থান বা গ্রামের পরিচিতি তুলে ধরেছি, যেখান থেকে আমি গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। তৃতীয় অংশে অভিবাসন ও সামাজিক সম্পর্কজালের এথনোগ্রাফিক তথ্য উপস্থাপন করেছি। বিশেষ করে কনট্রাক্টর ও

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।
ই-মেইল: mmrana_69@yahoo.com

শ্রমিকদের অভিবাসিত হওয়ার পিছনে সামাজিক নেটওয়ার্কের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার এবং এর স্বরূপকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। চতুর্থ অংশে অভিবাসিত জনগণের অভিজ্ঞতা ও কেইস স্টাডির উপর ভিত্তি করে নতুন অবস্থানে অভিবাসীদের সামাজিক সম্পর্কের গঠন ও বিস্মৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে।

২. অভিবাসন অধ্যয়নে সামাজিক সম্পর্কজাল

অভিবাসন অধ্যয়নে সামাজিক সম্পর্কজাল তুলনামূলকভাবে একটি নতুন বিষয় হলেও অভিবাসনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম (Kritz & Zlotnik 1992)| অভিবাসনের ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্কজালের গুরুত্বকে অনেক নৃবিজ্ঞানী তাদের কাজে তুলে ধরেন (Butter Worth 1962; Fyellman and Gladwin 1985; Gardner 1995; Graves and Graves 1974; Greico 1995; Lomnitz 1977; Wilson 1994; cited in Brettell and Kemper 2002)। তবে বেশির ভাগ অধ্যয়নেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অভিবাসনের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্কজালের আলোচনায় জ্ঞাতিগোষ্ঠী ভিত্তিক সম্পর্ক বা রক্ত সম্পর্ককে গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করতে লক্ষ্য করা যায় (Gardner 1995; Hussain 1996; Arjun De Haan, Karen Brock and Ngolo Coulibaly 2002; Chowdhury 2004)। কিছু অধ্যয়নে যেমন Dennecker (2002) অভিবাসনের ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্কজালের বিষয়টি তুলে ধরার পাশাপাশি এই সম্পর্কের পরিবর্তনশীল চিত্রকে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। তবে তার মতে, এই সম্পর্ক জাল পূর্বেকার সম্পর্কজালের জায়গা দখল করে নেয়। মানুষের জীবনে গতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে অভিবাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে অবস্থানরত মানুষের সাথে নতুন সম্পর্ক তৈরি-করনে। আবার নানা কারণে বিভিন্ন অংশে বিভাজিত অঞ্চলের মধ্যে অভিবাসন ঘটতে দেখা যায়, কারণ ঐ সমস্ত এলাকাতে জ্ঞাতি গোষ্ঠীর লোক থাকে। অনেকক্ষেত্রে একে একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক রীতি হিসাবে পালন করা হয় (De Haan 1999)|

সামাজিক সম্পর্কগুলোকে কেবলমাত্র রক্ত সম্পর্ক ভিত্তিক বা জ্ঞাতিগোষ্ঠী ভিত্তিক হতে হবে এমন ধারণার বিপরীতে যদিও খুব কম গবেষণাই সম্পাদিত হয়েছে , বিশেষ করে পাতানো সম্পর্কও যে অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে এমন ধারণার উপর গবেষণা কাজ নেই বললেই চলে (Salim Ahmed Purvez 2005; Ahmed 2008)। কেননা অনেক ক্ষেত্রেই এই সামাজিক সম্পর্কজালের ভিত্তি হতে পারে জ্ঞাতি সম্পর্ক, পাতানো সম্পর্ক, বন্ধুত্ব অথবা একসাথে কাজ করার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠা সম্পর্ক। যার মধ্যে দিয়ে জনগণ একত্রে কাজ করে, একত্রে অবস্থান করে এবং তথ্যের বিনিময় করে। আমার এথনোগ্রাফিক উপাত্ত দাবি কওে যে, অভিবাসন এবং সামাজিক সম্পর্কের মধ্যকার অন্তর্নিহিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পর্কগুলো অনুধাবনের জন্য এখানে আরোও কাজ করার প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে দেখা প্রয়োজন এই সম্পর্কগুলো কিসের ভিত্তিতে গড়ে উঠে, কীভাবেইবা এই সম্পর্কগুলো টিকে থাকে এবং কীভাবে এগুলো

নিয়ত গঠিত ও বিস্তৃত হয়। পাশাপাশি কীভাবে এই সম্পর্কগুলো নতুন অবস্থানে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয় সে বিষয়টিও দেখা প্রয়োজন।

অভিবাসন অধ্যয়নে সামাজিক সম্পর্কের আলোচনায় অভিবাসিতের মূল কমিউনিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, রেমিট্যান্স প্রদান ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতার বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে সামনে আনা হয় (Hussain 1996; Levitt 1998; cited in Brettell and Kenper 2002; Chowdhury 2004)| কিন্তু এর পিছনের ক্ষমতার সম্পর্ক, পারস্পারিক স্বার্থ ও ক্রমোচ্চতার মাত্রাকে গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করতে লক্ষ্য করা যায় না। কিছু কিছু গবেষণায় বিশেষ করে Randall Kuhn (2004) এবং Ben Rogaly et al. (2004)-এর আলোচনায় ক্ষমতা সম্পর্ক ও প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্কের বিষয়টি আসলেও তারা একে একমুখী সম্পর্ক হিসেবে দেখতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। অর্থাৎ তারা এখানে দাতাদের বা অভিবাসিতের মূলকমিউনিটিতে ক্ষমতাবান হওয়ার বিষয়টিকে বেশি প্রাধান্য দেন। কিন্তু বাস্তবে এই সম্পর্কগুলো কোনভাবেই একমুখী নয়, বরঞ্চ এর পিছনে পারস্পরিক স্বার্থ প্রবল মাত্রায় কাজ করে।এই প্রবন্ধে আমি দেখাতে চেষ্টা করবো কীভাবে এই সামাজিক সম্পর্ক গুলো পারস্পারিক বন্ধন, বিনিময়, বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরতার উপর ভিত্তি করে টিকে থাকে এবং এর পেছনের পারস্পারিক স্বার্থ ও ক্ষমতার সম্পর্কগুলো কী মাত্রায় কাজ করে। একইসাথে কী করে তা পূর্বতন সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি নতুন সম্পর্ক তৈরীকরণে আন্তঃঅভিবাসীদের অভিবাসনে সহায়ক ও কার্যকরী হয়ে উঠে। এই সংক্রান্ত আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি এথনোগ্রাফিক গ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি।

৩. এথনোগ্রাফিক মাঠ ঃ কাশিপুর গ্রাম[৪]

কাশিপুর গ্রামটি বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার এনায়েতগঞ্জ উপজিলার অবস্থিত। যদিও গ্রামটি একটি টিপিক্যাল বাংলাদেশী গ্রাম কিন্তু সমসাময়িক কালে এখানে দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। বিশেষ করে কাশিপুর গ্রামের পাশে বিবিয়ানা গ্যাসফিল্ড[৫] স্থাপিত হওয়ার পর থেকে এর পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো। গ্রামের প্রধান সড়কটি পিচঢালা এবং এটি সরাসরি সিলেট ও হবিগঞ্জের প্রধান বাইপাস সড়কের সাথে সংযোগকৃত। স্থানীয় গ্রামবাসীদের থেকে জানা যায় গ্যাসফিল্ড আবিষ্কৃত হওয়ার সময় থেকে এই এলাকাতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পিচঢালা রাস্তা, বিদ্যুৎ এর সংযোগ, ডিস সংযোগ, পাকা বহুতল ভবন, ফিলিং স্টেশন, বৈভবময় বাড়ি, বিদেশীদের যাতায়াত, দামী গাড়ির উপস্থিতি, নতুন নতুন এন.জি.ও'র উপস্থিতি, বাড়ির ভাড়া দেওয়ার প্রচলন এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রামটিতে হিন্দু ,মুসলিম দুই সম্প্রদায়েরই মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। সংখ্যার বিচারে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী। যাদের মধ্যে সৈয়দ, মিয়া, পাঠান, খাঁ পরিবারের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রামটিতে আনুমানিক ভাবে প্রায় দুইশত লোকের মতো আন্তঃঅভিবাসিদের বাস। যাদের একটি অংশ এই গবেষণার মূল উত্তরদাতা হিসেবে বিবেচিত। যারা বিবিয়ানা গ্যাসফিল্ডে কাজ করার সুবাদে গ্রামটিতে বসবাস করছেন। যাদেও বেশিরভাগই সম্পদশালী ব্যক্তিদের

তৈরীকৃত বাড়ীতে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করছেন। এখানে কাজ করতে আসা সকল শ্রমিকরাই দক্ষ এবং আধা দক্ষ। তাদের প্রায় সকলেই এক একটি প্রতিষ্ঠানের হয়ে এখানে গ্যাসফিল্ডে কাজ করতে এসেছেন। যাদের মধ্যে কেউ একেবারে স্থায়ী আবার কেউ কেউ অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন। আন্তঃঅভিবাসীদের প্রায় সকলেই কমবেশি সামাজিক নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে এখানে বিবিয়ানাতে অভিবাসিত হয়ে এসেছেন। নতুন অবস্থানে এবং নতুন কর্ম পরিবেশে খাপখাওয়ানোর ক্ষেত্রে এই আন্তঃঅভিবাসিরা জ্ঞাতিসম্পর্ক ও বন্ধুত্বের পাশাপাশি পাতানো নানা সম্পর্কের ব্যবহার করে থাকেন।

৪. সম্পর্কজাল ও অভিবাসনে তার প্রতিফলন

অভিবাসনের অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিভিন্ন রকম সামাজিক সম্পর্কজাল। এই সম্পর্কজাল ব্যক্তিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে বিস্তৃত হতে পারে। অভিবাসনের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কজাল সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শুধুমাত্র অভিবাসিত হওয়াই নয়, নতুন স্থানে কাজের ব্যবস্থা করা এবং আবাসন-সমস্যা সমাধানেও সামাজিক সম্পর্ক বিশেষ করে জ্ঞাতি-সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এই সম্পর্কজাল ব্যক্তিকে কেবলমাত্র ক্ষমতায়িত করে না বরং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের পথকে সুগম করে। আর এই সম্পর্ক জালে- জ্ঞাতি বা গোষ্ঠীর সদস্য, বংশ মর্যাদা, এলাকা পরিচিতি নির্ধারক হিসাবে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্কজাল অভিবাসিতদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে (Chowdhury 2004; Salim Ahmed Parvej 2005)| জ্ঞাতি, গোষ্ঠী এবং অঞ্চলভিত্তিক সম্পর্ক অভ্যন্তরীণ অভিবাসিতদের চাকরি পেতে এবং নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে এবং আবাসন সমস্যা দূরীকরণে সহায়ক হয়ে থাকে। আর এই সামাজিক সম্পর্কের স্থায়িত্ব পারস্পারিক আদান প্রদান, বিশ্বাস এবং পারস্পারিক বন্ধন এর দৃঢ়তার উপর টিকে থাকে।

৪.১ কন্ট্রাক্টর এবং তাদের সামাজিক সম্পর্কজাল

আমার গবেষিত ক্ষেত্র বিবিয়ানা গ্যাসফিল্ডে একাধিক কনট্রাক্টর সাব-কনট্রাক্ট এর ভিত্তিতে কাজ করে থাকেন। তাদের কনট্রাক্ট পাওয়া ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্কজাল সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে বলে কনট্রাক্ট প্রাপ্ত ব্যক্তিরা জানান। তারা জানান চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে যেমনি সামাজিক সম্পর্কজাল প্রভাবক ভূমিকা পালন করে ঠিক তেমনি কোন কাজের কনট্রাক্ট পেতেও সামাজিক সম্পর্কজাল বিশেষ ভূমিকা রাখে। নিম্নে একটি কেইস এর মাধ্যমে আমি বিষয়টিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি।

কেইস- রবিউল কন্ট্রাক্টর (৪৮)

রবিউল সিরাজগঞ্জ জেলা থেকে বিবিয়ানাতে গ্যাসফিল্ডে এসেছেন। সে ১২ সদস্য বিশিষ্ট্য পরিবারের প্রধান এবং একমাত্র উপার্জনকারী। রবিউল একজন রাজমিস্ত্রী হিসেবে তার পেশাজীবন শুরু করলেও পরে কন্ট্রাক্টারি পেশায় আসেন তার দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাইয়ের

পরামর্শ ও সহযোগিতায়। প্রথম কন্ট্রাক্টারির কাজটিও তিনি তার কাছ থেকেই পান। তিনি সাধারন চুক্তি ভিত্তিতে কাজ করেন, যার ফলে সরাসরি মালিক বা কোম্পানির সাথে তার একটি চুক্তি বা সম্পর্ক থাকলেও তার অধীনে নিয়োজিত শ্রমিকদের সাথে ঐ মালিক বা কোম্পানির কোন যোগাযোগ থাকে না। এক্ষেত্রে তিনি শ্রমিক নিয়োগ ও মজুরি প্রদান করার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের দক্ষতা এবং পারস্পরিক আস্থাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। তিনি বিবিয়ানা গ্যাসফিল্ডে বি.এফ.ই.ডব্লিউ নামক একটি কোম্পানির সাবকন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করছেন। আসলে এই কোম্পানির বোনের জামাতা যিনি রবিউলের গ্রাম সম্পর্কের আত্মীয় তিনিই রবিউলকে এই কাজটি দেন। রবিউল জানান, আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতাই তাকে এখন এই অবস্থানে এনে দাঁড় করিয়েছে। শ্রমিকদের বেশীরভাগ তার নিকট ও দূর সম্পর্কের আত্মীয় হওয়াতে তাদের রবিউলের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা ও আনুগত্যের কারনেই কন্ট্রাক্টারি পেশাতে রবিউলের আজকের এই অবস্থান। রবিউল দীর্ঘ তের বছর যাবৎ এই পেশাতেই আছেন এবং তাঁর আর্থিক অবস্থা আগের চাইতে অনেক ভালো। গ্রামের মানুষ এখন রবিউলকে এক নামে চিনে।

উপরোক্ত কেইসটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একজন ব্যাক্তির জীবিকার পথ নির্ধারণে সামাজিক সম্পর্কজাল বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। নতুন কাজ পাওয়া ও সুনাম বৃদ্ধিতেও এই সামাজিক সম্পর্কজাল অবদান রাখছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে দুটি পক্ষের (মালিক-শ্রমিক) পারস্পরিক বিশ্বাস ও একে অপরের প্রতি আস্থা থাকার কারণে। কারণ, সামাজিক সম্পর্কের কেন্দ্রিয় উপাদানই হলো পারস্পরিক বিশ্বাস বা আস্থা। আমরা আমাদের কেইস এ যদি ফিরে যাই তাহলে দেখতে পাব রবিউল যদি ভালো শ্রমিক নিয়োগ দিতে না পারতো অথবা শ্রমিকদের কাছে ভাল কন্ট্রাক্টর হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে না পারতো তাহলে তার প্রতি আস্থা বা বিশ্বাস কোনো পক্ষেরই থাকতো না এবং ভাল কন্ট্রাক্টর হিসেবে তাঁর সুনাম অর্জনও সম্ভব হতো না। কারণ কন্ট্রাক্টারি পেশাটি মূলত পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিশ্বাসটা উভয় দিক থেকেই থাকতে হয়। মালিক পক্ষ যেমন বিশ্বাস করে কোনো কন্ট্রাক্টরকে নির্দিষ্ট কাজের কন্ট্রাক্ট প্রদান করে, ঠিক তেমনি শ্রমিকদের কাছ থেকেও মালিক পক্ষও সমান বিশ্বাস বা আস্থা লাভ করতে চায়। একজন ভাল কন্ট্রাক্টর এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করে থাকেন। কেননা একজন ভাল কন্ট্রাক্টর হতে হলে একজন লোকের কিছু গুণ যেমন: নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা, অন্যকে পরিচালনা করার যোগ্যতা, তার নিজের দায়িত্বশীল ও দক্ষতা যেমন থাকতে হয়, তেমনি সর্বোপরি অন্যের কাছে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার ক্ষমতাও তাঁর থাকতে হয়। আর যদি উভয় পক্ষের বিশ্বাসের ভিত্তি মজবুত থাকে তাহলে এর থেকে ভাল ফলাফল আশা করা যায়। যেটি আমরা উপরোক্ত কেইস এ রবিউল এর ক্ষেত্রে দেখতে পাই। অর্থাৎ আমরা দেখতে পেলাম সামাজিক সম্পর্কজাল গঠনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিশ্বাস বা আস্থা এবং একে অপরের প্রতি নির্ভরশীলতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর উপর ভিত্তি করেই সামাজিক সম্পর্কগুলো টিকে থাকে ও দৃঢ় হয়। আর এর দ্বারা শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষিত হয়। কেননা এর ব্যবহারের দ্বারাই কন্ট্রাক্টর বা মালিক তাঁর নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে পাশাপাশি শ্রমিকরাও মালিকের

প্রতি তাদের আস্থা ও তাদের কাজের দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন। যার ফলে উভয় পক্ষের দীর্ঘমেয়াদী যোগাযোগ বা সম্পর্ক নিশ্চিত হয়। যা দুই পক্ষের রুটি রুজিকে নিশ্চিত করার পাশপাশি সমাজে তাদের সুনাম ও মর্যাদা রক্ষায় সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

৪.২ শ্রমিক এবং তাদের সম্পর্কজাল

গবেষিত তথ্যদাতাদের বেশিরভাগই জানান, তাদের বিবিয়ানা গ্যাসফিল্ডে কাজ পেতে তেমন কোন কষ্ট করতে হয়নি। আর এক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্ক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে বলে তারা মনে করেন। তথ্যদাতারা এও জানান যে, এই কর্মক্ষেত্রে আগে থেকেই তাদের পরিচিত লোক ছিল, যাদের সহায়তায় তারা এখানে কাজ পেয়েছেন। এই সম্পর্ক গুলোর মধ্যে জ্ঞাতি সম্পর্কের লোকজন (বাবা, চাচা, ভাই), বন্ধু ও গ্রাম সম্পর্কের লোকজনের উপস্থিতিই প্রধান। এর পাশাপাশি তথ্যদাতারা এও জানান ব্যক্তিগত সম্পর্ক এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। যাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠীর লোকজন এই কর্মক্ষেত্রে পূর্ব থেকেই কাজ করেন তাদের ক্ষেত্রে কাজ পাওয়া অনেকটা সহজ বলে তারা মনে করেন। কারণ অনেক সময় পূর্বতন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শ্রমিকদের সুপারিশেও কাজ পাওয়া যায় বলে তথ্যদাতারা জানান। আলোচ্য গবেষণার তথ্যদাতাদের অর্ধেকেরও বেশি তথ্যদাতা তাদের বাবা, ভাই, বোন, চাচার মধ্য দিয়ে কাজ পেয়েছেন বলে জানান। অর্থাৎ এটা বলা যেতে পারে যে, জ্ঞাতি সম্পর্কের বন্ধন কর্মক্ষেত্র বিষয়ে নানা তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে (Hossain, 1988)।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একজন ব্যক্তি অভিবাসিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বাড়ি বা গোষ্ঠীর সদস্যদেরকে ও তাদের আবাসস্থলকে আশ্রয়স্থল হিসাবে বিবেচনা করে থাকে। সেই বিচারেই তারা অভিবাসিত হয়। এক্ষেত্রে এলাকার বিচার না করে কোন আত্মীয় কোথায় আছে তার সহযোগিতা গ্রহণ করতেই বেশির ভাগ সময় লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে তথ্যদাতা মোজাদ্দি (২২) র সাথে গবেষকের কথোপকথনের কিছু অংশ নিচে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্নঃ আপনি অভিবাসনের ক্ষেত্রে কেন বিবিয়ানাকে বেছে নিলেন?
মোজাদ্দিঃ আসলে এখানে আসার পিছনে একটাই কারণ সেটা হচ্ছে আমাদের পরিবারের একজন এখানে আছেন, তাঁর সাথে আমাদের পরিবারের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। তাই অন্য কোন যায়গায় যাওয়ার চিন্তা না করে আমার পরিবার আমাকে এখানে চাচার কাছে পাঠান।
প্রশ্নঃ আপনি যখন প্রথম এখানে আসেন তখন কি কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন?
মোজাদ্দিঃ না, আমাকে কোন ধরনের সমস্যারই মুখোমুখি হতে হয় নি। যখন আমি এখানে আসি তখন আমার চাচাই আমার থাকা, খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দেন।
প্রশ্নঃ আপনি তাঁর কাছ থেকে কোন ধরনের সুবিধা পেয়েছেন?
মোজাদ্দিঃ আমি এখানে প্রথমে এসেই আমার চাচার বাসাতে উঠি। আমি তাকে আমার পড়াশুনার অনাগ্রহের কথা জানাই এবং আমাকে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে বলি। যদিও আমি এখানে আসার আগে আমার বাবার সাথে চাচার যোগাযোগ হয়েছিল এবং আমার বিষয়ে তাদের মধ্যে কথাও হয়েছিল। মূলত চাচা সম্মতি দেওয়ার কারণেই বাবা আমাকে চাচার বাসায় পাঠান।

আর আমার চাচা আগে থেকেই জানতেন তার কোম্পানিতে হেলপার হিসেবে কিছু লোক নিয়োগ করা হবে। আমি আমার চাচার সুপারিশের কারণেই এখানে হেলপারের কাজটি পাই।

উপরের কথোপকথন থেকে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, একই জ্ঞাতি বা বংশের লোকদের উপর নির্ভরশীল থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন অভিবাসিত হয়। কোথায় অভিবাসিত হবে, কী কাজ করবে সেই সমস্ত বিষয় বিবেচনার আগে দেখা হয় কোথায় আত্মীয়ের বাসা আছে। কারণ, অভিবাসীর জন্য থাকা, খাওয়ার ও কর্মসংস্থানের মতো বিষয়গুলোর ব্যবস্থা তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সদস্যরাই সবচেয়ে ভাল করতে পারে। আর এই ভরসাতেই মানুষ গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে এবং শহর থেকে শহরে অভিবাসন কার্য চালিয়ে যান। এখানে আরোও লক্ষ্যণীয় যে, চাকরিসহ নানা বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এই সামাজিক সম্পর্কের নেটওয়ার্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এই সামাজিক নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে সামাজিক বন্ধন ও সম্প্রীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে এবং এর ভিত্তিতেই সামাজিক আত্মীয়তা গড়ে উঠে। মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক বন্ধন তাদেরকে একত্রিত করে যার ফলে তাঁরা একে অপরের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে, একে অপরকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। যা তাদেরকে একত্রে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে এবং এর মধ্য দিয়ে পারস্পরিক জানাশুনা ও সম্প্রীতি আরোও দৃঢ় হয়। ফলে পূর্বতন সম্পর্কগুলোর মধ্যকার দূরত্ব হ্রাস পায় এমনকি অবস্থাদৃষ্টে তা আরো বেশি মাত্রায় কার্যকরি হয়ে উঠে। বিশেষ করে অভিবাসনের ক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আমরা আমাদের কেইস এ যদি ফিরে যাই তাহলে দেখতে পাব যে, চাচার সাথে অভিবাসি মোজাদ্দির পরিবারের নিয়মিত যোগাযোগই তাকে বিবিয়ানাতে অভিবাসিত হওয়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেছে এবং সর্বোপরি চাকরির সুযোগ থাকার মতো তথ্যের আদান-প্রদান এবং পরিশেষে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রেও এই সামাজিক নেটওয়ার্ক সহায়ক হিসেবে কাজ করে। আর এর সবই সম্ভব হয়েছে সামাজিক সম্পর্কগুলোর মধ্যকার নিয়মিত পারস্পরিক সংযোগের কারনে। অর্থাৎ, আমরা দেখতে পেলাম কিভাবে এই সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো পারস্পরিক যোগাযোগের মধ্যদিয়ে আন্তঅভিবাসনকে সহজ করে তুলে এবং পাশাপাশি তা কী করে পূর্বতন সম্পর্কগুলোকে বা বন্ধনকে আরোও দৃঢ়ও কার্যকরি করে তুলে।

৫. নতুন অবস্থানে অভিবাসীদের সামাজিক সম্পর্কের গঠন ও বিস্তৃতি

অভিবাসনের ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার, জ্ঞাতিসম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও নতুন অবস্থানে নতুন পরিবেশে অভিবাসিতরা নিজেদের খাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসেবে আরো নানা ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং এ সম্পর্কগুলো প্রতিনিয়ত নির্মিত ও পুনর্নির্মিত হয়। অর্থাৎ অভিবাসিতদের ক্ষেত্রে উদ্ভূত নবতর বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তারা কেবল পূর্বতন সম্পর্কের মধ্যেই সীমিত থাকে না বরং নতুন অবস্থানে সম্পর্কের বিস্তৃতি ঘটান। সামাজিক সম্পর্কের বিষয়গুলো কোনো স্থির বিষয় নয়, বরং তা সর্বদা পরিবর্তনশীল। অভিবাসিতরা নতুন প্রেক্ষাপটে তার কর্মক্ষেত্র ও আবাসস্থলের সমন্বয়ে নতুন ধরনের সম্পর্কজাল

তৈরি করে। এই সম্পর্কজাল ব্যক্তির বিশেষত নারীর অর্থনৈতিক সম্পদের প্রবেশাধিকার পেতে প্রভাব ফেলে। তবে নতুন এই সম্পর্কজাল কোনোভাবেই পূর্বতন সম্পর্কের জায়গা দখল করে নেয় না। বরঞ্চ অবস্থানের প্রেক্ষাপটে উভয় ধরনের সম্পর্কজাল এবং এর ক্রিয়াশীলতা অভিবাসিতদের জীবনে লক্ষ্য করা যায়।

৫.১ পাতানো সম্পর্কের নির্মাণ

নতুন অবস্থানে ও নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসাবে অভিবাসিতরা 'পাতানো সম্পর্ক'[৬] গড়ে তোলে (Ahmed 2008)| বাংলাদেশী সমাজে এই পাতানো সম্পর্ক বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্য দিয়ে অভিবাসিতরা নতুন অবস্থানে নিজের সুরক্ষার ব্যবস্থা করে। নারীদের ক্ষেত্রে এই পাতানো সম্পর্ক তাকে কর্মক্ষেত্রে এবং বাহিরের পরিবেশে নানা রকম অপ্রত্যাশিত অবস্থা থেকে মুক্তি দান করে। এই কারণেই 'বড় ভাই' নামক প্রত্যয় দ্বারা নারীরা নিজের বয়স ভিত্তিক অবস্থান এবং লিঙ্গীয় সম্পর্ককে প্রকাশ করে (Kabeer 1991: 151)| পাতানো সম্পর্ক কেবল মাত্র নারীদের ক্ষেত্রেই সহায়ক নয় বরং তা নারী-পুরুষ উভয়েরই সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানে সহায়ক হয়। আর এই পাতানো সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা বেশি লক্ষ্য করা যায় অভিবাসিতদের মধ্যে। কেননা নতুন পরিবেশে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই। এর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সে নতুন পরিবেশে নিজের অবস্থানকে দৃঢ় করে এবং সমাজের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়, যা নতুন এলাকায় ও নতুন কর্মক্ষেত্রে তার টিকে থাকাকে নিশ্চিত করে।

৫.১.১ কর্মক্ষেত্রে পাতানো সম্পর্কের ব্যবহার

কর্মক্ষেত্রে পাতানো সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। একজন মৌসুমী অভিবাসীর[৭] নিয়মিত একই মালিকের বাড়িতে কাজ করতে আসা ঐ মালিকের সাথে শ্রমিকের এক ধরনের পাতানো সম্পর্ক তৈরি করে, যার সুফল শ্রমিক নানাভাবে উপভোগ করে (Ahmed 2008)। একই ভাবে আমার গবেষিত তথ্যদাতাদের তথ্যের মধ্য দিয়ে কর্মক্ষেত্রে (বিবিয়ানা গ্যাসপ্ল্যান্টে) তাদের পাতানো সম্পর্কের বিষয়গুলো উঠে আসে। তথ্যদাতারা জানান কর্মক্ষেত্রে পাতানো সম্পকগুলো বৈচিত্র্যপূর্ণ জটিল বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে।

নারী শ্রমিকরা জানান যাদের এর আগে কখনই পুরুষদের সাথে একত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা নাই তারা তাদের পুরুষ সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ককে সহজ করতে জ্ঞাতিপদ (kin term) এর ব্যবহার করেন। যা তাদের জন্য একত্রে কাজ করাকে সহজতর করে তুলে বলে তাঁরা মনে করেন। একই ভাবে পুরুষ তথ্যদাতারাও জানান জ্ঞাতি পদের ব্যবহারে মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের সহকর্মীদের মধ্যেকার সম্পর্ককে দৃঢ় করেন। তারা আরোও জানান যে, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং দূরত্বকে বিবেচনা করে ও তারা কতগুলো 'পদ' (term) এর ব্যবহার করেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় শ্রমিকরা তাদের সুপারভাইজারদের 'বড় ভাই' বলে সম্বোধন করে। আবার হেলপাররা তাদের অপারেটরকে 'ওস্তাদ' হিসাবে

সম্বোধন করে থাকেন (আরও দেখুন, Kabeer 1991: 151)। যখন শ্রমিকরা তাদের ম্যানেজার অথবা মালিক সম্পর্কে কোন কথা বলেন তখন তারা ইংরেজী 'স্যার' (sir) পদের ব্যবহার করেন। এই ইংরেজী 'স্যার' প্রত্যয়টি দ্বারা শ্রমিকরা তাদের মালিকদের সাথে নিজের অবস্থানগত পার্থক্যকে বিবেচনায় আনেন, যাতে পরিষ্কার ভাবেই পারস্পরিক ক্ষমতার সম্পর্ক ও ক্রমোচ্চতার মাত্রা স্পষ্ট হয়ে উঠে। পাশাপাশি শ্রমিকরা তাদের প্যাট্রন ক্লায়েন্ট[৮] সম্পর্ককে বিবেচনায় আনেন এবং সম্পর্কগুলো কেবলমাত্র একপাক্ষিক নয় বরঞ্চ পেট্রন-ক্লায়েন্ট উভয় পক্ষ এর দ্বারা উপকৃত হয়।

তথ্যদাতাদের তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রতিটি 'পদ' (term) সম্পর্কে তারা অবহিত এবং এর প্রতিটি পদই নির্দিষ্ট সম্পর্ককে প্রকাশ করে। কার সাথে কেমন আচরণ করা যাবে, কাকে কী মর্যাদা দেওয়া হবে এই বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখেই এই 'পদ' গুলো প্রচলিত থাকে বলে তারা মত প্রকাশ করেন। কিন্তু তারা জানান এই সবগুলো 'পদ'কে বাস্তব হতে হবে এমন নয়, বরং এর বেশিরভাগই পাতানো সম্পর্ককে নির্দেশ করে। তথ্যদাতারা জানান কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথেও তারা 'জ্ঞাতিপদ' এর ব্যবহার করেন। এই জ্ঞাতি পদের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তারা কর্মক্ষেত্রে পারস্পারিক আন্তরিক সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে চান। কারণ, এর মধ্য দিয়ে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত হয় পাশাপাশি তা সকলের জন্য মঙ্গলকর হয়। তথ্যদাতারা জানান কর্মক্ষেত্রটিতে কর্মরত সকল শ্রমিক এবং কর্মকর্তারা একটি পরিবারের মতো। যদিও তাদের কাজের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য রয়েছে। তথ্যদাতারা জানান সকলের সাথে সকলের ভাল সম্পর্ক সব সময় বজায় থাকবে এটা আশা করা হলেও মানুষ হিসেবে সকল সময় এটাকে টিকিয়ে রাখা সব সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু কারো সাথে কারোও সম্পর্কের অবনতির কারণে কাজের পরিবেশ নষ্ট হবে এমনটি তারা কেউই আশা করেন না।

অর্থাৎ আমরা দেখতে পেলাম কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষভেদে পাতানো সম্পর্কগুলোর প্রকাশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। পাতানো সম্পর্কগুলোর ব্যবহার দ্বারা অভিবাসিতরা কর্মক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যকার সম্পর্কগুলোকে আরোও সহজ করতে চান, যাতে সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ বজায় থাকে। আরেকটু বৃহৎ পরিসরে বললে বরা যায়, মালিকপক্ষ যেমন এই পাতানো সম্পর্কের চর্চাকে নিজেদের ক্ষমতার সম্পর্কের বাহক এবং ক্রমোচ্চতার মাত্রার নির্ধারক হিসেবে মেনে নেয় ঠিক তেমনি শ্রমিক পক্ষও এর দ্বারা শ্রমিক ও মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ককে সহজতর করার চেষ্টা করেন, যাতে মালিকদের কাছ থেকে সর্বাদিক সুবিধা বা সহযোগিতা লাভ করা যায়। অর্থাৎ পুরো বিষয়টির পিছনে মূলমন্ত্র হিসেবে কাজ করে ক্ষমতার সম্পর্ক ও পারস্পরিক স্বার্থ।

শ্রমের বাজারে নারীর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ঘটলেও কর্মজীবী নারীদের সম্পর্কে সমাজের প্রচলিত ধারণায় তেমন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। এক্ষেত্রে শ্রমজীবী নারীরা তাদের পরিবার, সমাজ এমনকি কর্মক্ষেত্রেও নানাভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। কর্মজীবী নারীরা কর্মক্ষেত্রে তাদের এরকম নাজুক অবস্থানে দূরীকরণের কৌশল হিসাবে পাতানো জ্ঞাতি সম্পর্ককে আশ্রয় করেন। এর মধ্য দিয়ে তারা কম করে হলেও তাদের সহকর্মীদের কাছে নিজেদের অবস্থানকে ভাল রাখতে চান। কর্মক্ষেত্রে একইসাথে নারী ও পুরুষকে কর্মে নিযুক্ত

করা হলেও দু'জনকে দু'ভাবে দেখা হয়। এর জন্য কর্মক্ষেত্রে থেকেই একটি চাপ তৈরি করা হয় যে নারী পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ক কেমন হবে। এমনকি তাদের চলাফেরা এবং গতিবিধি কেমন হবে, সে সংক্রান্ত নিয়মনীতিও লক্ষ করা যায় কর্মক্ষেত্রে এবং পাশাপাশি এগুলোর লঙ্ঘনের জন্যও শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। সামাজিক প্রয়োজনেই কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ তাদের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হবে তা ঠিক করে নেয়। নারীরা তাদের সুনাম রক্ষার্থে অনেক বেশি তৎপর থাকে পুরুষের তুলনায়। তাই তারা প্রাথমিকভাবে পাতানো জ্ঞাতি সম্পর্কের আশ্রয় নেয়। যেমন সহকর্মী পুরুষদের তারা 'বড় ভাই' ও সুপারভাইজারদেরকে 'চাচা' পদ দ্বারা সম্বোধন করেন। যাতে অন্তত সহকর্মীদের কাছ থেকে তারা উপযুক্ত মর্যাদা পান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পাওয়ার আশায়ও পাতানো সম্পর্কের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

তথ্যদাতা আমেনা (৪০) জানান:

আমার সাথে কিছু অপারেটরের ভাল সম্পর্ক আছে যারা আমার পাশেই কাজ করেন। কিন্তু সকলের সাথে আমার ভাল সম্পর্ক নেই। কিছু অপারেটর আছে যারা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা লোকদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে নিজেদের সুবিধা লাভের আশায়। কিছু সুপারভাইজারও একই প্রকৃতির। আমি তাদের পছন্দ করি না এবং বিশ্বাস করি না। কারণ ঐ সুপারভাইজাররা কেবলমাত্র ঐ সমস্ত অপারেটরদের সাপোর্ট দেয় যারা তাদের কথামতো চলে। সুপারভাইজাররা সব সময় তাদের পক্ষের লোকদেরকে ধরে রাখতে চায় এবং তাদেরকে নানা রকম সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। তারা তাদের অধস্তনদের সমর্থনকে হারাতে চান না, কারণ এর মধ্য দিয়ে তারা তাদের নানা অন্যায় কার্য চালাতে পারে।

উপরোক্ত কেইসটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কর্মজীবী নারীরা নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা এবং অন্যদের সমালোচনা থেকে বেঁচে থাকার কৌশল হিসেবে নানা সম্পর্ক তৈরি করে। এক্ষেত্রে তাদের নিজেদের কাজের নিরাপত্তা এবং কাজে স্থায়ী থাকার নিমিত্তে এর নানা রকম ব্যবহার করে থাকেন। তবে এর পিছনে কেবল নারীদের একপাক্ষিক স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি কাজ করে না বরঞ্চ উর্ধ্বতন ও অধস্তন এই দুই পক্ষের মধ্যকার পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়টি এখানে জড়িত থাকে এবং এর ব্যবহার দ্বারা উভয়পক্ষই লাভবান হতে চায়। অর্থাৎ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পাতানো সম্পর্কের দৃঢ়তা বজায় থাকে যখন এই সম্পর্কের মধ্যে পারস্পারিক স্বার্থ জড়িত থাকে।

৫.১.২ আবাসস্থলে পাতানো সম্পর্কের ব্যবহার

শুধুমাত্র কর্মক্ষেত্রেই নয় নতুন আবাসস্থলেও এই পাতানো সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গবেষিত তথ্যদাতাদের সকলেই অভিবাসিত ফলে নতুন স্থানে আবাসন পাওয়া এবং পরবর্তিতে আবাসস্থলে খাপখাওয়ানোর বিষয়টিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। আবাসন সমস্যা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অনেক তথ্যদাতা পুরুষ শ্রমিক জানান, তাদেরকে আবাসন পেতে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। পাশাপাশি তাদেরকে নানা নিয়মকানুন মেনে আবাসস্থলে অবস্থান করতে হয়। কিন্তু সময়ের ক্রমপ্রবাহমানতায় বাড়ির মালিকের সাথে পাতানো সম্পর্কের সৃষ্টি

হওয়ায় তাদের চলাচলের ক্ষেত্রে অনেকটা স্বাধীনতা নিয়ে এসেছে। নতুন পরিবেশে নতুন আবাসিক পরিমণ্ডলে একজনকে নানা বিষয়কে মানিয়ে চলতে হয়। তথ্যদাতাদের মধ্যে যারা কর্মচারী হোস্টেলে অবস্থান করেন তারা নিজেদের মধ্যে পাতানো জ্ঞাতি সম্পর্কের চর্চা করেন। তথ্যদাতারা এ-ও জানান যে, এটা আবাসস্থলে পারস্পারিক সংহতি বৃদ্ধিতেও সহায়ক হয়।

পাতানো সম্পর্কের বিষয়টি কেবল সহকর্মীদের সাথেই নয়। অভিবাসিত পরিবারগুলো তাদের পাশের পরিবারের সাথে এবং বাড়ির মালিকের সাথেও এক ধরনের পাতানো সম্পর্ক তৈরি করে বলে তথ্যদাতারা জানান। কারণ হিসেবে তারা জানান নতুন পরিবেশে নিজেদের অবস্থাকে সুদৃঢ় করার হাতিয়ার হিসেবে এই পাতানো সম্পর্ক কাজ করে। অভিবাসী নারী তথ্যদাতাদের অনেকেই জানান নতুন স্থানে নতুন আবাসস্থল পেতে এই পাতানো সম্পর্ক সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার এই পাতানো সম্পর্কই অভিবাসিতদের কর্মক্ষেত্রের সন্ধান যুগিয়েছে। অর্থাৎ এখানে লক্ষ্য করা যায় যে নতুন সম্পর্কগুলো অভিবাসিতদের প্রয়োজনের তাগিদে গঠিত হচ্ছে এবং তা নিয়ত পরিশীলিত ও বিস্তৃত হচ্ছে।

৫.১.৩ অভিবাসিত এলাকাতে পাতানো সম্পর্কের ব্যবহার

যেহেতু আমার গবেষিত তথ্যদাতারা সকলেই অভিবাসিত হয়ে নতুন এলাকাতে বসবাস করছেন। তাই তাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল নতুন পরিবেশে নিজেদের খাপখাইয়ে নেওয়া এবং নিজেদের অবস্থানকে বৈধ করা। অভিবাসিত তথ্যদাতারা জানান এই বিষয়টি রাতারাতি তৈরি হয়ে যায়নি। অনেক সময় অতিবাহিত হবার মধ্যদিয়ে গ্রামের মানুষদের সাথে মেলামেশার মধ্য দিয়ে এটি লাভ করতে হয়েছে। তথ্যদাতারা জানান নতুন এলাকায় নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানো কোন সহজ বিষয় নয়। একজন অভিবাসিতের নানা বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে এলাকায় মানুষজন নতুন অভিবাসিতদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে থাকেন। তবে তথ্যদাতারা জানান সকলের সাথে সমানভাবে সম্পর্ক তৈরি করা সম্ভব হয় না। নিজ প্রয়োজনে যাদের সাথে প্রায়ই যোগাযোগ হয় তাদের সাথে তারা এক ধরনের পাতানো সম্পর্ক তৈরি করেন। যাতে নানা অসুবিধায় তাদের সাহায্য সহযোগিতা বা সহায়তা পাওয়া যায়। কারণ, নতুন এলাকাতে তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারলে থাকা, খাওয়া এমনকি কাজ করাও সম্ভব নয়। বিশেষ করে অভিবাসিতদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কারণ, নতুন এলাকাতে অভিবাসিতরা এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকেন। আর এই নিরাপত্তা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এই পাতানো সম্পর্ক।

তথ্যদাতা মাহমুদুল হোসেন ইসমাইল (৩৫) জানান:

> *আমরা অভিবাসী হলেও আমাদের সাথে স্থানীয় লোকদের ভাল সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে বাজারের দোকানদারের সাথে আমাদের অনেক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হওয়াতে তারা তাদের সামাজিক অনুষ্ঠানে আমাদেরকে দাওয়াত দিয়ে থাকেন। আর আমরাও সেই সব অনুষ্ঠানে তাদের আত্মীয় হিসাবে যাওয়ার সুযোগ পাই। যা আমাদের সাথে তাদের সম্প্রীতিকে আরোও দৃঢ় করে তোলে। আর এটা সম্ভব হয়েছে পাতানো জ্ঞাতি সম্পর্কের কারণে।*

উপরোক্ত কেইসটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পাতানো সম্পর্কেও বিস্তৃতি অভিবাসিতদের দৈনন্দিন চলাফেরা ও প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্পর্কিত। আর এই পাতানো জ্ঞাতিসম্পর্ক নানাভাবে অভিবাসিতদের নতুন অবস্থানও পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে। এর মধ্য দিয়ে তারা স্থানীয় পর্যায়ে ঐ সমাজের লোক হিসাবে অবস্থান করার বৈধতা পায়। পাশাপাশি এটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গঠনেও প্রভাবক ভূমিকা রাখে।

অর্থাৎ আমরা দেখতে পেলাম অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ক্ষেত্রে জ্ঞাতি বা রক্ত সম্পর্কের পাশাপাশি পাতানো সম্পর্কের গুরুত্বও অপরিসীম। অভিবাসিতদের জীবনের জটিল বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে নানা প্রেক্ষাপটে এই পাতানো সম্পর্কগুলো নির্মিত হয়। অভিবাসিতরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপখাওয়ানোর কৌশল হিসেবে এই পাতানো সম্পর্কগুলোর ব্যাবহার করে থাকে। যা প্রতিনিয়ত গঠিত ও বিস্তৃত হচ্ছে অভিবাসিতদের টিকে থাকার স্বার্থে। এই সম্পর্কগুলো কোনভাবেই একপাক্ষিক নয়, বরঞ্চ এর পিছনে পারস্পরিক স্বার্থ ও ক্ষমতা-সম্পর্ক বিশেষভাবে কার্যকর থাকে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় এই পাতানো সম্পর্কই নতুন অবস্থানে নতুন পারিপারির্শ্বকতায় আত্মীয় সম্পর্কের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। তবে এই সামাজিক সম্পর্কগুলো টিকে থাকে পারস্পারিক বিশ্বাস, আস্থা আর বন্ধনের ভিত্তিতে। যা অভিবাসিত ব্যক্তির জীবিকা অর্জনকের পথকে আরোও মসৃণ করে।

৬. উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার সাপেক্ষে এটা স্পষ্ট যে, বিবিয়ানা গ্যাসফিল্ডে কাজ করতে আসা আন্তঃঅভিবাসী শ্রমিকদের অভিবাসিত হওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক সর্ম্পকজাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে সামাজিক নেটওয়ার্ক বা সর্ম্পকজালের উপর ভর করে অভিবাসিতরা যেমন অভিবাসিত হয়েছে ঠিক তেমনি এই নেটওয়ার্ককে তারা আরো দৃঢ় করেছে পারস্পারিক আস্থা অর্জনের মধ্য দিয়ে, যা তাদের নিজেদের টিকে থাকার প্রক্রিয়ারই অংশ। কিন্তু এই নেটওয়ার্ক কোনোভাবেই তার নিজ আত্মীয় বা জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত থাকেনি বরঞ্চ তা আরো বিস্তৃত হয়েছে অভিবাসিত নতুন অবস্থানে, নতুন পরিস্থিতিতে ও পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার তাগিদে। যা কোনোভাবেই পূর্বতন সম্পর্ককে বিছিন্ন করে নতুন সম্পর্ককে দৃঢ় করেনি। বরঞ্চ পূর্বতন সম্পর্কের পাশাপাশি নতুন নেটওয়ার্ক বা পাতানো সম্পর্ক তৈরির মধ্য দিয়ে তারা এই সামাজিক সম্পর্কজালকে আরোও বিস্তৃত করেছে ও পরিশীলিত করেছে। যা নিয়ত গঠিত এবং প্রসারিত হচ্ছে। তাই সামাজিক নেটওয়ার্ককে কেবলমাত্র স্থির, একমুখী ক্যাটাগরী হিসাবে বিবেচনা না করে এর মধ্যকার নানা বৈচিত্র্যতাকে- বিশেষ করে এর মধ্যকার ক্ষমতা সম্পর্ক, ক্রমোচ্চতার মাত্রা, সামাজিক আদর্শ, পারস্পারিক স্বার্থ, বিনিময়, বন্ধন, বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরতা ইত্যাদি বিষয়কে অভিবাসীদের জীবন প্রবাহের অভিজ্ঞতার আলোকে অনুধাবন করা জরুরি। নতুবা অভিবাসনে সামাজিক নেটওয়ার্কের সত্যিকারের বৈচিত্র্যতাকে এবং এর কার্যকারি প্রভাবকে পুরোপুরি অনুধাবন করা সম্ভব হবে না।

টীকা

১। আলোচ্য প্রবন্ধটি আমার স্নাতকোত্তর পর্বের থিসিস এর আলোকে রচিত,যার মূল শিরোনাম ছিল "কর্মজীবী আন্তঃঅভিবাসিদের জীবিকা কৌশল:কেইস বিবিয়ানা"। উক্ত থিসিসটি যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের "Mining Social Network Rural Livelihoods in Bangladesh" নামক প্রজেক্টের অর্থায়নে পরিচালিত তাই আমি উক্ত প্রজেক্টের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কেটি গার্ডনার এর নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাশাপাশি আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই থিসিসটির তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক ড. জহির উদ্দিন আহমেদকে, যিনি গবেষণার বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে আমাকে সুচিন্তিত মতামত ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন।

২। সাধারণ অর্থে "home-away" বলতে "নিকট-দূর"কে নির্দেশ করা হয়। কিন্তু অভিবাসন অধ্যয়নে "home- away" ধারনাটিকে বিশেষ গুরুতের সাথে বিবেচনা করা হয়। বিশেষ করে যারা অভিবাসিত তাদের জীবনে এটি আলাদা গুরুত্ব বহন করে। নিজ জন্মস্থান/জন্মভূমির সাথে দূরবর্তী স্থান বা অভিবাসিত এলাকা এবং এর মধ্যকার নানা সর্ম্পককে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এই প্রত্যয়টিকে ব্যবহার করা হয়। যেখানে আবেগী সর্ম্পকের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিস্তারিত জানতে দেখুন, Gardner, K. (1993). "Desh-Bidesh: Sylheti images of home and away." Man. 28: 1-15.

৩। গবেষণার ক্ষেত্রে নৈতিকতার দিকটি বিবেচনা করে আলোচ্য প্রবন্ধে এথনোগ্রাফিক গ্রামটির ছদ্ম নাম হিসেবে 'কাশিপুর' ব্যবহার করা হয়েছে।

৪। বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্যাস ফিল্ড। এই গ্যাস ফিল্ডটি দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলায় ১২ নম্বর ব্লকে অবস্থিত। এই গ্যাস ফিল্ডে পরীক্ষিত মজুদের পরিমাণ ৬ দশমিক ৬ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট। এর মধ্য থেকে উত্তোলন করা যাবে ৫ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট। ১৯৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত শেভরন ২০০৪ সালের নভেম্বর এ ক্ষেত্রের উন্নয়ন কাজে হাত দেয়। এই উদ্দেশ্যে শেভরন পেট্রোবাংলার সাথে গ্যাস ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বা জিপিএস এ স্বাক্ষর করে। পরিমাণ ও গুনগতমানের বিবেচনায় বাংলাদেশে আবিষ্কৃত গ্যাস ফিল্ডগুলোর মধ্যে বিবিয়ানা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস ফিল্ড।

৫। যদিও জ্ঞাতি সম্বোধন পদ (kinterm) প্রধানত রক্ত এবং বৈবাহিক সূত্র স্থাপিত আত্মীয়দের সম্বোধন করতে ব্যবহৃত হয় তথাপি সমাজে এমন অবস্থা বিরল নয়, সে ক্ষেত্রে অনাত্মীয় (non-kin) ব্যক্তিকে সম্বোধন করতে ও জ্ঞাতি পদ (kin term) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এভাবে জ্ঞাতিপদ দ্বারা অনাত্মীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করতে গিয়ে আমরা অনাত্মীয়ের সঙ্গে অনেকটা তেমন ব্যবহারই করি যেমনটি করি আমাদের আত্মীয়ের সঙ্গে। বস্তুত এ ধরনের সামাজিক রীতিকে বলা হয় পাতানো/কাল্পনিক জ্ঞাতি সম্পর্ক (fictive kinship)।

৬। পেট্রন ক্লায়েন্ট সম্পর্ক দ্বারা মালিক ও শ্রমিকের যৌথ সম্পর্ককে নির্দেশ করা হয়েছে। যেখানে শ্রমিক তার কাজের বিনিময়ে মালিকের কাছ থেকে মজুরী লাভ করে থাকে। আর মালিক এর মধ্য দিয়ে শ্রমিকের শ্রমকে কিনে নেয় এবং শ্রমিকের কাছে তার প্রতি আনুগত্য আশা করে।

তথ্যপঞ্জী

Afsar, R. 2000. *Rural Urban Migration in Bangladesh: Causes Consequences and Challenges.* Dhaka: University press Limited.

Ballard, R. 1987. The political economy of migration: Pakistan, Britain and the Middle East. In J. Eades. ed., *Migrants, Workers and the Social Order*, London: Tavistock.

B. Rogaly, D. Coppard, K. Rana, A. Rafiq, A.Sengupta and J. Biswas. 2004. Seasonal Migration, Employer-Worker Interaction and Shifting Ethnic Identity in Contemporary West Bengal. In Filipo Osella and Katy Gardner. eds., *Migration, Modernity and Social Transformation in South Asia,* London: SAGE.

Dannecker, P. 2002. *Between Conformity and Resistance: Woman Garment Worker in Bangladesh.* Dhaka: University Press Ltd.

Gardner, K. 1995. *Global Migrants, Local Lives: Travel and Transformation in Rural Bangladesh.* Oxford: Oxford University Press.

Gardner, K. and Ahmed, Z. 2006. Place, Social Protection and Migration in Bangladesh: A Londoni Village in Biswanath. Working Paper, T18, Development Research Centre (DRC) on Migration, Globalisation and Poverty, Brighton: University of Sussex.

Gardner, K and Ahmed, Z. 2007. Moving On, Moving Up: Investing in Place, Marriage and Social Mobility in Biswanath, Bangladesh. Working Paper, Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty, Brighton: University of Sussex.

Gupta, A. and J. Ferguson. 1992. Beyond 'Culture': Space, Identity and Politics of Difference. *Cultural anthropology.* 7, 1: 6-23.

Hossain M. Z. 1985. *Rural-Urban Migration in Bangladesh: A Micro-Level Study.* Dhaka: University Press Limited.

Islam, M. 1991. Labor Migration and Development: A Case Study of Rural Community in Bangladesh. *Bangladesh Journal of Political Economy*, 11 (2): 572-587.

Khun, R. 2004. Identity in Motion: Social Exchange Networks and Rural-Urban Migration in Bangladesh. In Filipo Osella and Katy Gardner. eds., *Migration, Modernity and Social Transformation in South* Asia, London: SAGE.

Nahar, A.1998. Rural- Urban Migration in Bangladesh: An Anthropological Exploration. In S. M. Nurul Alam. ed. *Contemporary Anthropology: Theory and Practices*, Dhaka: University Press Limited.

Siddiqui, T. 2003. Migration as a Livelihood Strategy of the Poor: The Bangladesh Case. RMMRU, Dhaka, Bangladesh.

White, S. 1992. *Arguing with the Crocodile: Gender and class in Bangladesh*. Dhaka: University Press Limited.